ঢাকার রিকশাচালকদের নিয়ে গবেষণা

তিন চাকার রিকশাই শহর গ্রাম নির্বিশেষে সর্বত্র সাধারণ মানুষের জন্য সবচেয়ে সহজলভ্য বাহন। কিন্তু রাজধানী ঢাকায় সেই রিকশা এখন অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। ঢাকা শহরে রিকশা থাকবে কি থাকবে না তা নিয়ে চলছে তর্কবিতর্ক, আলোচনা, সেমিনার। এমনকি গবেষণা হচ্ছে আজকাল। শুধু তাই নয়, রিকশা যারা ডেকোরেশন করে, ছবি আঁকে, তাদের নিয়েও হচ্ছে প্রদর্শনী।

সহজ চলাচলের কথা ভেবে আমাদের দেশের বহু মানুষ রিকশার পক্ষে আছেন। কিন্তু ঋণদাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক চায় না ঢাকার রাজপথে আর সেকেলে পায়েচালিত রিকশা চলুক তাদের যুক্তি ইচ্ছে, রাজধানীতে যানজটের প্রধান কারণ রিকশা। নগরীর রাজপথে দুর্ঘটনার জন্যও দায়ী ট্রাফিক জ্ঞানহীন এই রিকশা চালকরা। দেশীয় আমলারাও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেন, আধুনিক যান্ত্রিক বিশ্বের রাস্তায় রিকশা বেমানান। রিকশা চালানো একটি অমানবিকপেশা। এই অবস্থায় মানবিক, আধুনিক, যান্ত্রিক ও ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে রিকশা নিয়ে অভিনব কায়দায় গবেষণা চালিয়েছে 'নীতি গবেষণা কেন্দ্র' নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এ গবেষণার নতুনত্ব হলো, ১২৭ জন রিকশাচালক গবেষকের ভূমিকা পালন করেছে। তাদের মধ্যে তিনজনকে সংগঠক হিসেবে চিহ্নিত করে গবেষণার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছিল। ছয় মাস ধরে ঢাকার তিনটি জায়গায় গবেষণার কাজ চলেছে। নীতি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান গবেষক শেখ তৌফিক মোয়াজ্জেম হক জানালেণ এই তথ্য।

তৌফিক মোয়াজ্জেম গত ৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে সিরডাপ মিলনায়তনে 'ঢাকার প্রধান প্রধান সড়ক থেকে রিকশা উচ্ছেদ, রিকশাচালকদের জীবন-জীবিকার ওপর প্রভাব ও এর প্রতিকার অন্বেষণ' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় তার এই গবেষণাকর্মটি উপস্থাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বৃদ্ধিজীবী ড. মিজানুর রহমান শেলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. আতিকুর রহমান, নিউএজের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নূরুল কবির, অর্থনীতিবিদ প্রফেসর আনিসুর রহমান, ড. আব্দুর রহিম খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন প্রফেসর সামসুল বারী। সভায় এছাড়াও তিন গবেষক রিকশাওয়ালা যথাক্রমে সাজাহন আলী, ময়েজ উদ্দিন ও আজাদুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এতে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন শিহাব উদ্দিন।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক শিহাব উদ্দিন বলেন, সময়ে প্রয়োজনে রিকশা বিলুপ্ত হচ্ছে। তাতে এ পেশায় জড়িত রিকশাচালকরা ভীত নয়। তারা কারো কাছে কোনো দয়া আশা করছে না। তারা বলেছে– 'আল্লায় হাত দিছে কাজ করে খেতে পারব।'

রিকশাচালকদের এ কথায় বেরিয়ে আসে দেশের এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মবিশ্বাস। তাদের আত্মবিশ্বাস কাজে লাগানো গেলে দেশের মঙ্গল হতো বলে মনে করেন অনকেই।

তবে রাজধানী থেকে রিকশা তুলে দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সভার প্রধান বক্তা প্রফেসর সামসুল বারী। তিনি প্রশ্ন করেন, রিকশা উৎখাতের আদৌ প্রয়োজন আছে কি?

জাপানে তৈরি হওয়া রিকশা আজ বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবহন। মধ্যবিত্তদের জন্য এটি স্বল্প দূরত্বের প্রধান বাহন। সেই বাহনের অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর গবেষণায় পাওয়া যায়নি। তবে কয়েকটি আগ্রহোদ্দীপক তথ্য জানা যায়। তথ্যগুলো হলো :

- এ দেশের ধনীরা রিকশা চায় না।
- প্রতিদিন ঢাকায় রিকশা ভাড়া বাবদ যাত্রীরা ২ কোটি টাকা খরচ করে থাকে।
- রিকশা মালিক ও রিকশা চোরদের সিন্ডিকেট রয়েছে এবং দু'গ্রুপের মাঝে সমঝোতাও আছে।
- অধিকাংশ রিকশাচালকের বয়স ২০ থেকে ৩৪ বছর ।
- ঢাকায় ৯০ শতাংশ চালকই বাইরে থেকে আগত।
- এ শহরে রিকশাচালকদের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুল (এসসএসি) পাসের হার শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ, প্রাথমিক স্কুল পাস ১৫ দশমিক ৭৪ শতাংশ। সব মিলিয়ে ৪০ শতাংশ চালক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন।
- রিকশাচালকরা হুন্ডির মতো ব্যবস্থায় গ্রামে টাকা পাঠায়।
- ঢাকায় আটক হওয়া অবৈধ রিকশা বিভিন্ন জেলায় চলে যায়। সেখানে ডিসি ও স্থানীয় এমপিরা বন্টন করে।
- ক্ষুদ্রঋণের প্রবক্তা ড. ইউনূস এক সময় রিকশায় করে প্রতিদিন কাজে যেতেন। দরিদ্র রিকশাওয়ালার জীবনে দুঃখ ঘোচানোর উপায় খুঁজতে গিয়েই তার মাথায় আসে ক্ষুদ্রঋণের ধারণা। বিস্ময়কর ব্যাপার, সময়ের ব্যবধানে সেই ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা নাকি রিকশাচালকদের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়ক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্তত এই গবেষণায় এমনটাই বলা হয়েছে।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¤"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
২২/১৫, খিলজী রোড, শ্যামলী মোঃপুর, ঢাকা
৯১৩৭৪৫০, ০১৭৮১৯৪৭৫৩